



49030 - তাওহীদে অর্থ ও প্রকারভেদ

প্রশ্ন

তাওহীদ অর্থ কী? এর প্রকারগুলো কী কী?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

তাওহীদ হচ্ছে: যা কিছু আল্লাহর জন্য খাস সেগুলো তাঁর জন্য একনিস্টি করা; তথা উলূহিয়াহ (উপাস্যত্ব), রুবুবিয়াহ (প্রভুত্ব) এবং নাম ও গুণাবলি। আলমেরা তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন: তাওহীদে রুবুবিয়াহ (প্রভুত্ব এককত্ব), তাওহীদুল উলূহিয়াহ (উপাস্যত্ব এককত্ব) এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস-সফাত (নাম ও গুণে এককত্ব)।

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তাওহীদ পরিচিতি

আভধানকি অর্থ: توحيد (তাওহীদ) শব্দটি وَحْدٌ يُوَحِّدُ ক্রিয়ার মাসদার। এ ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট اسم فاعل হলো مُوَحِّدٌ (মুওয়াহ্হিদ)। মুওয়াহ্হিদ হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহর এককত্ব সাব্যস্ত করেন এবং সত্যায় কথিবা গুণাবলিতে আল্লাহ নরিঙ্কুশ বা সাদৃশ্য মুক্ত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করেন। শব্দটিতে তাশদীদ (□) ব্যবহার করা হয়েছে আধিক্য বোধানোর জন্য, অর্থাৎ আল্লাহকে এক সাব্যস্ত করার ক্ষমতেরে অতশিয়ান।

আরবরা বলে: واحد, أحد এবং وحيد যার অর্থ একক। আল্লাহ তায়ালা এক। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় কোনো ধরনের সমকক্ষ ও সদৃশ থেকে পবিত্র। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহকে এমন একক সত্তা হিসেবে জানা যার কোনো নজরি নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে এভাবে চিনবে না কথিবা আল্লাহকে নরিঙ্কুশ হিসেবে বিশেষিত করবে না সে তাওহীদবাদী (মুওয়াহ্হিদ) নয়।

তাওহীদে পারভিষকি সংজ্ঞা হলো: যা কিছু আল্লাহর জন্য খাস সেগুলো তাঁর জন্য একনিস্টি করা; তথা উলূহিয়াহ (উপাস্যত্ব), রুবুবিয়াহ (প্রভুত্ব) এবং নাম ও গুণাবলি।

সংজ্ঞাটি এভাবেও বলা যায়: আল্লাহর রুবুবিয়াহ, উলূহিয়াহ এবং নাম-গুণাবলিতে তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নাই এই



বিশ্বাস স্থাপন করা।

কুরআন ও সুন্নাহ-তে তাওহীদ

উক্তরোক্ত অর্থ বোঝানোর জন্য তাওহীদ পরভাষাটি কিংবা এর থেকে উদ্ভূত শব্দরে ব্যবহার কুরআন-সুন্নাহতে সাব্যস্ত। যমেন:

আল্লাহর বাণী:

. (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4))

“বলুন, তিনিহি সেই আল্লাহ যিনি এক। আল্লাহ, সবাই যার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কউ জন্ম দয়েনি। তাঁর সমকক্ষ আর কউই নহে।”[সূরা ইখলাস]

আল্লাহ বলেন:

وَالَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

“তোমাদের উপাস্য একজনই। তিনি ছাড়া সত্য অন্য কোনও উপাস্য নহে। তিনি করুণাময়, দয়ালু।”[সূরা বাকারা: ১৬৩]

আল্লাহর বাণী:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“নশ্চয় তারা কাফরে যারা বলে আল্লাহ তিনিজনরে একজন। অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নহে। যদি তারা যা বলছে তা থেকে নবিত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।”[সূরা মায়দো: ৭৩] এ প্রসঙ্গে আয়াতরে সংখ্যা অনেকে।

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ [فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ]. [رواه البخاري (7372) ومسلم (19)]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়মেনে

অভিমুখে পাঠান তখন তাকে বলনে: “তুমি আহলে কতিবদরে একটি সম্প্রদায়রে কাছে যাচ্ছ। অতএব, তাদরে প্রতীতিমার প্রথম দাওয়াত হব- তারা যনে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) মনে নেয়। যখন তারা তাওহীদরে স্বীকৃতি দিবে তখন তাদরেকে জানাবে যে, আল্লাহ দনি-রাত্তে তাদরে প্রতি পাঁচবার নামায পড়া ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা নামায আদায় করবে তখন তুমি তাদরেকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদরে ধন-সম্পদরে যাকাত দয়্যে ফরয করছেন। যটো তাদরেই ধনীদরে কাছ থেকে গ্রহণ করা হব- এবং তাদরেই দরদিরদরে মধ্যে বণ্টন করা হব-। যখন তারা যাকাতরে স্বীকৃতি দিবে তখন সটো তাদরে কাছ থেকে গ্রহণ করবে। তবে মানুষরে ধন-সম্পদরে উত্তম অংশ গ্রহণ করা থেকে বঁচে থাকবে।”[সহি বুখারী (৭৩৭২) ও সহি মুসলিম (১৯)]

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوحَدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ). [رواه مسلم (16)]

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘ইসলাম পাঁচটি খুঁটির উপর স্থাপতি: আল্লাহর তাওহীদ সাব্যস্ত করা, নামায কায়মে করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানে রোযা রাখা এবং হজ্জ করা।’[সহি মুসলিম (১৬)]

এই সমস্ত আয়াত-হাদীসে তাওহীদ বলতে বোঝানো হয়েছে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ সাক্ষ্যরে মর্ম বাস্তবায়ন করা। এটি দ্বীন ইসলামরে সারবস্তু, যা দিয়ে আল্লাহ তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। এর প্রমাণ হলো কুরআন-সুন্নাহতে এই শব্দমালা ও পরভাষাগুলো সমার্থক হিসেবে এবং একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ববক্ত হাদীসরে কোনও বর্ণনায় রয়েছে: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ) “তুমি আহলে কতিবরে একটি সম্প্রদায়রে কাছে যাচ্ছ। তাদরে কাছে গেলে তুমি তাদরেকে এই সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনও সত্য ইলাহ নই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল)।”[সহি বুখারী (১৪৯৬)]

ইবনে উমররে হাদীসে এক বর্ণনায় আছে: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) অর্থ: “ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: (প্রথমটি হলো) এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনও উপাস্য নই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।”[হাদীসটি মুসলিম (১৬) বর্ণনা করেন]

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাওহীদ হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এই সাক্ষ্যরে বাস্তবায়ন। আর এটাই হলো সেই ইসলাম যা দিয়ে আল্লাহ তার নবীকে মানুষ ও জীন জাতরি কাছ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের কারো কাছ থেকে এই ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রহণ করার প্রতি সন্তুষ্ট নন।

মহান আল্লাহ বলনে:



إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।”[সূরা আলে-ইমরান: ১৯]

আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম চাইলে সটো তার কাছ থেকে কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতগ্রিস্ত হবে।”[সূরা আলে-ইমরান: ৮৫]

তাওহীদরে প্রকারভদে

উপর্যুক্ত আলোচনার পর জনে রাখুন, আলমেরা তাওহীদকে তনি ভাগে ভাগ করছেন, যথা:

তাওহীদে রুবুবিয়াহ, তাওহীদে উলূহিয়াহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস-সফিত।

তাওহীদে রুবুবিয়াহ

তাওহীদে রুবুবিয়াহ হচ্ছে: আল্লাহর কর্মগুলোতে তাঁর এককত্ব সাব্যস্ত করা, যমেন: সৃষ্টি, মালকানা, পরচালনা, জীবন প্রদান ও মৃত্যু প্রদান প্রভৃতি।

এই প্রকার তাওহীদরে পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর অনকে দললি রয়েছে। এমন কিছু দললি জানতে (13532) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও স্রষ্টি আছে কথিবা আল্লাহ ছাড়া এই জগতরে অন্য কোনও মালকি আছে যনি এ জগত পরচালনা করছেন তাহলে সেই ব্যক্তি এই প্রকার তাওহীদকে ভঙ্গ করল এবং আল্লাহকে অস্বীকার (কুফরী) করল।

প্রথম যুগরে কাফরেরা এই প্রকার তাওহীদকে এজমালভাবে স্বীকার করত, যদণ্ডি কিছু খুঁটনিটি বমিয়ে দ্বমিত করত। তারা যে এই প্রকার তাওহীদরে স্বীকৃতি দতি কুরআনের অনকে আয়াত তা প্রমাণ করে, যমেন:

আল্লাহ বলেন:

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ



“তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো: আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কে সবেক বানিয়েছে? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে: ‘আল্লাহ’। তদুপরি কীভাবে তাদেরকে সত্য থেকে বচিযুত করা হচ্ছে?” [সূরা আনকাবূত: ৬১]

আল্লাহ বলেন:

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

“তুমি যদি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো: ‘কে আসমান থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করে এবং তার সাহায্যে মৃত (শুষ্ক) ভূমিকে জীবিত (সজীব) করে?’ তারা উত্তরে অবশ্যই বলবে: ‘আল্লাহ’। বলো: ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর’। তবে তাদের অধিকাংশই বোঝে না।” [সূরা আনকাবূত: ৬৩]

আল্লাহ বলেন:

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো: কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে: ‘আল্লাহ’। তদুপরি কীভাবে তাদেরকে সত্য থেকে বচিযুত করা হচ্ছে?” [সূরা যুখরুফ: ৮৭]

এই সকল আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে কাফরেরা আল্লাহকে স্রষ্টি, মালিকি এবং পরচালক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। তদুপরি তারা এককভাবে তাঁর ইবাদত করে না। এটি তাদের চূড়ান্ত যলুম, চরম মথিযাচার ও দুর্বল ববিকে-বুদ্ধির প্রমাণ। যে সত্তা এই সমস্ত গুণের অধিকারী, যিনি এ সমস্ত কর্ম এককভাবে করেন তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা বাঞ্ছনীয় নয় এবং অন্য কারো তাওহীদ সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। তারা যে শরিক করে এর থেকে তিনি সুমহান ও পবিত্র।

সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এই তাওহীদকে সাব্যস্ত করে তাওহীদে উলূহযিয়ার স্বীকৃতি দিয়ে তার উপর অনবিযাভাবে আবশ্যক।

তাওহীদে উলূহযিযাহ

তাওহীদে উলূহযিযাহ হলো: সকল প্রকার ইবাদতে তথা জাহরী বা বাতনৌ, বাচনিকি বা কর্মগত ইবাদতে আল্লাহর এককত্ব সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কছির ইবাদতকে নাকচ করা, সে যে-ই হোক না কেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ



“তোমার প্রভু আদর্শে দয়িচ্ছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে।”[সূরা ইসরা: ২৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনও কিছুকে শরীক করো না।”[সূরা নসি: ৩৬]

তাওহীদে উলূহিয়াহর সংজ্ঞা এভাবেও দেওয়া যায়: “বান্দাদের কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ সাব্যস্ত করা”।

এ তাওহীদে নাম ‘তাওহীদে উলূহিয়াহ’ রাখার কারণ হলো যেহেতু এর ভিত্তি হচ্ছে- لا اله الا الله তথা ভালোবাসা ও সম্মানমণ্ডলিত আল্লাহর ইবাদত।

এটাকে توحيد العباد (তাওহীদে ইবাদাহ)ও বলা হয়। কারণ বান্দা আল্লাহ কতক আদর্শকৃত বিষয় পালন ও নষিধকৃত বিষয় পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে।

এটাকে توحيد الطلب والقصد والإرادة (প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার তাওহীদ)ও বলা হয়। কারণ বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করবে না, উদ্দেশ্য করবে না ও ইচ্ছা করবে না। বরং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে।

এই প্রকারে তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় মানুষের বচিযুতি ঘটছে। এ তাওহীদে জন্মই রাসূলরা প্রেরিত হয়েছেন, কতিব পাঠানো হয়েছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে। এ তাওহীদ নিয়েই নবীদের সাথে তাদের সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব হয়ছে। তারপর আল্লাহ অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং মুমনিদেরকে মুক্তি দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্ম কোন ইবাদত করার মাধ্যমে এই প্রকারে তাওহীদে বচিযুতি ঘটাবে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাবে, ফতিনায় পতিত হবে এবং সঠিক পথ হারাবে। আমরা আল্লাহর কাছে নরিপত্তা চাই।

তাওহীদুল আসমা-ওয়াস-সফাত

তাওহীদুল আসমা-ওয়াস-সফাত হলো: আল্লাহর নাম ও গুণাবলি কেবল তার জন্ম এককভাবে সাব্যস্ত করা। বান্দা এই বিশ্বাস করবে যে আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে তাঁর সদৃশ কউ নই। এই প্রকার তাওহীদ দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

এক: সাব্যস্তকরণ। অর্থাৎ আল্লাহ নিজের জন্ম তাঁর কতিব কথিবা তাঁর নবী তার বাণীতে যে সকল সুন্দর নাম ও পরিপূর্ণ গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে এমনভাবে সাব্যস্ত করা যা আল্লাহর মর্যাদা ও মহত্ত্বের সাথে মানানসই। তবে কোন প্রকার বকিত, অপব্যখ্যা, হাকীকতকে নাকচকরণ কথিবা আকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে।



দুই: পবিত্রকরণ। সকল দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহর পবিত্রতা সাব্যস্ত করা এবং তিনি নিজের জন্য যে সমস্ত দোষ নাকচ করছেন সেগুলোকে নাকচ করা। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“তার মতো কোনও কিছু নাই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” আল্লাহ নিজেকে সৃষ্টির সদৃশ হওয়া থেকে পবিত্র বলছেন এবং নিজের জন্য নিজের মর্যাদার সাথে উপযুক্ত পন্থায় পরিপূর্ণ গুণাবলি সাব্যস্ত করছেন।

সূত্র:

আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানলি মাহাজ্জাহ (১/৩০৫),

লাওয়ামউল আনওয়ার আল-বাহয়্যাহ (১/৫৭)।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।